তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

যুগান্তর

৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস

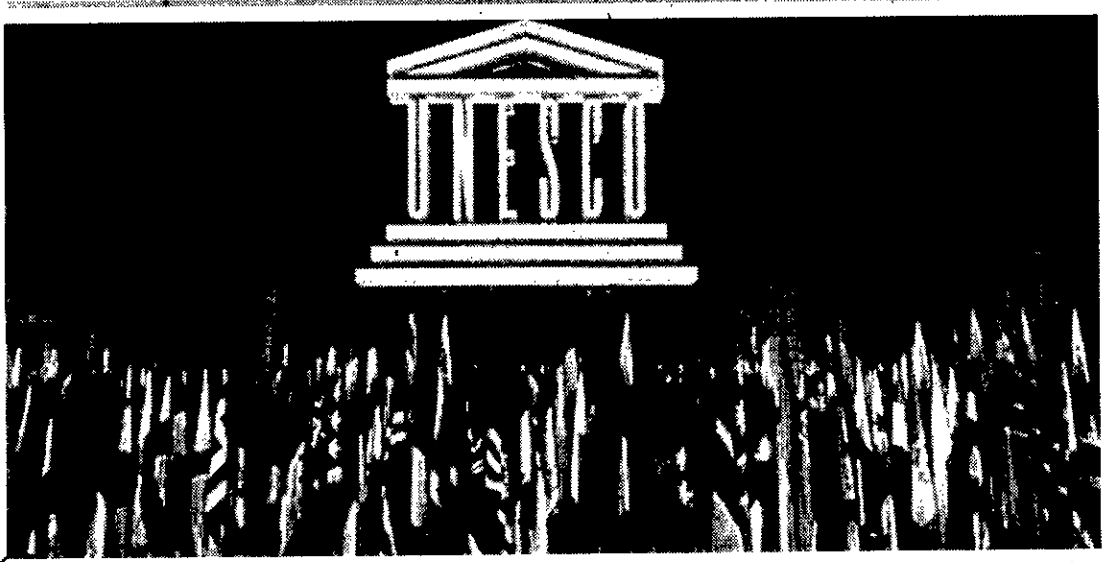

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বিশ্ব সংস্থা ইউনেস্কোর আজ ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। গঠনতন্ত্র স্বাক্ষরের দিন। তবে জাতিসংঘের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থা হিসেবে পরিচিত বিশেষায়িত এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৫ সালের ৪ নভেম্বর। বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের কাছে ইউনেস্কো বিশেষভাবে আদৃত। এর পরিবেশিত তথ্য, পরিসংখ্যান ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিবেদন ও সুপারিশ শিক্ষার উন্নয়নে, শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে, সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংরক্ষণে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যগুলো সুরক্ষায় ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাধারণ মানুষের কাছে ইউনেস্কোর জনপ্রিয়তা প্রবাদতুল্য। অনেকেই জাতিসংঘের বিশেষায়িত এ সংস্থাটির পুরো নামও হয়তো জানেন না। কিন্তু এর সৃজনধর্মী, জনহিতকর ও মানব উন্নয়নের অনুকূল অনেক কার্যক্রম সম্বন্ধে ধারণা রাখেন। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কার্যক্রম সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলা ও ইংরেজিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মুদ্রণ, শিক্ষকদের অধিকার, করণীয় ও মর্যাদাসংক্রান্ত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের সনদ বাংলায় প্রকাশ, বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনে সহযোগিতা প্রদান, ষাটগম্বুজ ও পাহাড়পুরের ঐতিহ্য স্মারকগুলো সংরক্ষণ থেকে শুরু করে মানব উন্নয়নের নানা কর্মসূচিতে ইউনেস্কোর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। নানা প্রতিকূলতা ও বৃহৎ শক্তিগুলো সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা জয় করে ইউনেস্কো যেভাবে তার কার্যক্রম অব্যাহত ও অগ্রসরমাণ রেখে চলেছে তার উল্লেখ বা মূল্যায়ন স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের কাছে জনপ্রিয়তা

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের কাছে ইউনেস্কো বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের সভায় শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও করণীয় সম্পর্কিত ১৪৫ সুপারিশসংবলিত সনদ গৃহীত হয়। আবার বিভিন্ন পর্যায়ে সভা ও মতবিনিময়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ২৬তম অধিবেশনে ওইসব সুপারিশের সমর্থনে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষার উন্নয়ন ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের করণীয় ও তার দায়বদ্ধতার ওপর যৌক্তিক গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে, মিডিয়া ও মানবাধিকার সংরক্ষণে ইউনেস্কোর ভূমিকা অনন্য। বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বে এর কার্যক্রমের গতি শ্লথ হলেও ব্যাহত বা বিপর্যস্ত হয়নি। পরিস্থিতির কৌশলী মোকাবেলা করে ইউনেস্কো তার উত্তরণ ঘটিয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী এবং বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকারী ইউনেস্কো অব্যাহতভাবে তার কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে চলেছে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে প্যারিসে এ বিশ্ব সংস্থার কার্যালয় পরিদর্শন, বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং এর বহুমুখী কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়েছিল আমার। ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'টিচার অ্যাফেক্টিভনেস' ক সম্মেলনে যোগদান আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ওই বছর নস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার ঢাকা সফরকালে আমার তার সাক্ষাৎ হয়। আমার সুযোগ হয় দেশে শিক্ষার উন্নয়নে তার মতবিনিময়ের। এর আগে আমার সঙ্গে তার পত্রবিনিময় হয়েছিল। থেকে একটা ধারণা হলেও তার বাংলাদেশ সফরের সময় আমি ত হই তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার শিক্ষা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের প্রতিও তার ইতিবাচক াভাব রয়েছে।

গর কর্মকাণ্ড অতিক্রম

এখন স্পষ্ট, শিক্ষার উন্নয়নে ইউনেস্কো তার কর্মকাণ্ড শুধু অব্যাহতই নি, আগের পদক্ষেপগুলোকে অতিক্রম করে গেছে। যথাযথভাবে ত গেলে, নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছে। দিক দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে ২০১৬ সালের ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি নেস্কোর উদ্যোগে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে য়ের মধ্যে ছিল : স্কুল নেতৃত্ব, মূল্যায়ন ও পরিচালনা স্কো প্রকাশিত প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতায় জ্ঞরা তাদের আলোচনা অব্যাহত াগে গত বছর ৪ নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে শিক্ষকনীতি প্রণয়নে উপস্থাপিত নির্দেশিকা বা প্রস্তাবনা নিয়ে দেশে দেশে শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মানুষের একটা বড় অংশ এখনও মতবিনিময় করে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকনীতিকে অনেকে নতুন বিষয় মনে করছেন। তবে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় বিশেষ করে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা এক বাক্যে বলছেন, শিক্ষকনীতির দরকার আছে। তারা মনে করছেন, এ কথা ঠিক, শিক্ষানীতির কথা শুনতে সবাই যতটা অভ্যস্ত, শিক্ষকনীতি সে ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নতুন ভাবনা। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা হচ্ছে, শিক্ষকনীতি অতি সহজে, বিশেষ করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাদৃত হবে। যেসব দেশে শিক্ষক বিভিন্ন বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার, তাদের কাছে এবং যেখানে শিক্ষকদের আচরণ নিয়ে অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ-অনুযোগ আছে, তারা উভয়ে শিক্ষকনীতিকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেখতে চাইবেন।

বাংলাদেশে শিক্ষকদের কাছে এখন শিক্ষকনীতির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের অধিনায়কত্বে শিক্ষক-অভিভাবক যৌথ উদ্যোগে স্কুল লিডারশিপ অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো এবং পাবলিক এডুকেশনে সর্বোচ্চ বরাদ্দের বিষয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। বলা বাহুল্য, ইউনেস্কোর বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও প্রকাশনা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

সংকট মোকাবেলায় ইউনেস্কো

ইউনেস্কোকে ঘিরে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। চল্লিশের দশকের শেষভাগে এবং পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিযোগ ছিল, ইউনেস্কো বেশি 'মাত্রায় পশ্চিমা ঘেঁষা। আবার ইউনেস্কোর 'নতুন বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা', বিশেষ করে ম্যাকব্রাইড রিপোর্টে সংবাদমাধ্যমের গণতন্ত্রায়ণ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আরও সুগম করতে বলায় পশ্চিমা দেশগুলো একে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপপ্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করে। ইউনেস্কোর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রশ্নে বিতর্ক তুলে ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাটি থেকে বেরিয়ে আসে এবং সব আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। এর এক বছর পর যুক্তরাজ্য, তারও এক বছর পর সিঙ্গাপুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে ইউনেস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্য, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং ২০০৭ সালে সিঙ্গাপুর আবার ইউনেস্কোতে পূর্ণ সদস্যপদ নিয়ে ফিরে আসে।

জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদকে মুসলমানদের পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৩ অক্টোবর একটি প্রস্তাব পাস করেছে। একই সঙ্গে জেরুজালেমের আল কুদস এলাকায় ইসরাইলি আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে। ইউনেস্কোর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে প্যালেস্টাইন। অপরদিকে প্রস্তাবটিকে 'অবাস্তব নাটকের বাক্স' বলে অভিহিত করেছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী।

ছায়া শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইউনেস্কো

লেখাটি শেষ করব ইউনেস্কোর ঢাকা অফিসের একটি ভালো উদ্যোগের প্রসঙ্গ দিয়ে। ২০০৯ সালে প্যারিসে ইউনেস্কো ও আইআইইপি যৌথ উদ্যোগে 'শ্যাডো এডুকেশন সিস্টেম : হোয়াট গভর্নমেন্ট পলিসিস ফর হোয়াট প্রাইভেট টিউটরিং' শিরোনামে যে গবেষণামূলক বই প্রকাশ করে, ইউনেস্কোর ঢাকা অফিসের সহায়তায় এডুকেশন ওয়াচ ও ব্র্যাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমীর রঞ্জন নাথ এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক যে প্রশ্নগুলো রেখেছেন সেসব যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া দরকার : মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এই যে ছায়ার আদলে সম্পূরক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা কোনো প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে এবং আমাদের শিক্ষাজীবনের অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে— তা কোন আইন বলে? আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর নীতিনির্ধারকরা, পরিকল্পনা কমিশন, শিক্ষানীতি ইত্যাদি গৃহশিক্ষকতাকে কোন চোখে দেখেন? একে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার জন্য চিন্তাভাবনা কি আমাদের নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের আছে? আমাদের দেশের গৃহশিক্ষকতার সার্বিক চিত্র পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা কি আমাদের আছে? প্রশ্নগুলো মনে আসে। পাশাপাশি প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান একান্তভাবেই জরুরি, যখন কিনা মানসম্মত শিক্ষার্জন আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। আশা করি, ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ের প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলোর সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করবে।

কাজী ফারুক আহমেদ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য। চেয়ারম্যান, আইএইচডি*
ihdbd@yahoo.com

ইউনেস্কোর নিরন্তর অগ্রযাত্রা